সংবাদ

তারিখ 29 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ড

খাতা মূল্যায়নে ভুলে গুরু পাপে লঘুদণ্ড

ইসমত মর্জিদা ইন্তি চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষকদের খাতা মূল্যায়নে ভুল হলেও কঠিন কোনো শাস্তি হয় না। বেশি হলে বোর্ডের শৃঙ্খলা কমিটির মিটিংয়ে দুই-এক বছর সেই পরীক্ষককে বন্দ রাখা হয়। এ লঘুদণ্ডে পরীক্ষকরা ভয় পান না বলেই খাতা মূল্যায়নে তারা দায়িত্বশীলতার প্রমাণ রাখেন না। ফলে প্রতি বছরই এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খাতা পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়ছে।

বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, ২০১০ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফল ১৫ মে প্রকাশের পর খাতা পুনর্নিরীক্ষণের জন্য বোর্ডে ৪ হাজার ২০০ আবেদন জমা পড়ে। এরপর পুনর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে ৫১ জন পরীক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে। তার মধ্যে জিপিএ পরিবর্তন হয়েছে ২৫ জনের। বাকি ২৬ জনের শুধু গ্রেড বদল না হয়ে নাম্বার বদল হয়েছে। এসএসসি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলের পুনর্নিরীক্ষণে জিপিএ পরিবর্তন হওয়া তালিকায় ১২ জনের আগে মিলেছে জিপিএ-৫। জিপিএ ৪ দশমিক ৮১ পেয়েছে ৩ জন, ৪ দশমিক ৫৬ পেয়েছে ১ জন, ৩ দশমিক ৬ পেয়েছে ১ জন, ৩ দশমিক ৬৯ পেয়েছে ১ জন, ৪ দশমিক ৮৮ পেয়েছে ১ জন, ৪ দশমিক ৬ পেয়েছে ১ জন, ৪ দশমিক ৩৮ পেয়েছে ১ জন, ৩ দশমিক ৫০ পেয়েছে ১ জন, ৪ দশমিক ৮১ পেয়েছে ১ জন, ৩ পেয়েছে ১ জন ও জিপিএ বদল হয়ে ৩ দশমিক ১৯ পেয়েছে ১ জন।

১১ জুন চট্টগ্রামের স্থানীয় দুটি পত্রিকায় পুনর্নিরীক্ষণের পর ফল পরিবর্তনের তালিকা প্রকাশ করার পর এসএসসির ফল নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে জিপিএ-৫ না পাওয়া অনেক শিক্ষার্থী। তাদের অনেকেই বলেছে, আবেদন করলে হয়তো তাদের ফলও পরিবর্তন হতো। জিপিএ-৫-এর নিচে এবং ৪-এর উপরে পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এ ঝোঁক বেশি দেখা গেছে। ২০১০ সালের এসএসসিতে জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা ৫ হাজার ৮০০ হলেও জিপিএ ৪-এর উপরে রয়েছে ১৪ হাজার ৪২৬ পরীক্ষার্থী। অনুসন্ধানে জানা গেছে, চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের আওতায় অনেক দুর্গম এবং অনুন্নত এলাকার মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ফল নিয়ে দ্বিধা দ্বন্দ্ব তৈরি হওয়ার পরও অনেকে আবেদন করতে পুনর্নিরীক্ষার জন্য আসে না। একই অবস্থা শহরের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও দেখা যায়।